ধারাবাহিক

শেষ পারানির কড়ি

অনুপ ঘোষাল

পূর্বকথা ঃ ফকির মনসুরের একটা কথা বারবার খোঁচা দিচ্ছে সদানন্দের মনে। ফকির বলল, সদানন্দের নাকি মনের মানুষ জুটে গিয়েছে। ঘরে আনবার মানুষ। কে সে? গ্রামের পাঁচজনও নাকি পাঁচ কথা বলছে। সদানন্দের মনের অস্থিরতা বাড়ল যখন দোকানদার বেণু তাকে বলল, এই গ্রামেই ঘরবাড়ি বানিয়ে পাকাপাকিভাবে রয়ে যেতে। এখানেই শেষ নয়, বেণু পরদিন সকালে সদানন্দের বাড়িতে হাজির। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর বেণু প্রস্তাব দিল, সদানন্দ ফুলিকে বিয়ে করুক।

৭

কী বললে! বিয়ে?

– আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার যদি মত থাকে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। গোটা গাঁয়ের মানুষ খুশি হবে।

– কী বলছ তুমি বেণু? এর মধ্যে গ্রামের মানুষের কথা আসছে কী করে!

– আমি জোড় হাত করে বলছি, মাস্টার। বয়েসের এট্টু ফারাক – বিটিছেলে, ক'বছর পরে ঠিক মানিয়ে যাবে। গাঁ-ঘরে এমন কত্তো হয়। আপনি রাজি হয়ে যান মাস্টার।

সদানন্দর মাথার ভিতরটা দপদপ করছিল। অনেক কষ্টে রাগটা সামলে বলল, তোমাদের মাথাফাতা কি খারাপ হয়ে গিয়েছে বেণু?

বেণু ফের মাথা নীচু করল, আমার না হয় মাথা খারাপ হতে পারে। বুঝিসুঝি কম। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাবার চেষ্টা। কিন্তু গ্রামের পাঁচজন কী করে বলছে, এটা হলেই ভালো! দরকার। আপনার জীবনেও তো একটা থিতি দরকার। আর মেয়েটারও একটা হিল্লে হবে। তাই হোক না!

নিজেকে আপ্রাণ শক্তিতে সংযত রেখে সদানন্দ বলল, পাগলামির একটা মাত্রা থাকা দরকার বেণু। তোমার মেয়েটাকে আমি নিজের মেয়ের মতোই দেখি, বুঝলে? ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

বেণু নাছোড়বান্দা, ওইটুকু মেয়ের আবার মত কী? আমরা যা বলব, তাই মেনে নেবে। ফুলি অমন বেয়াড়া নয়। দেখবেন আপনি, সংসার করে শান্তি পাবেন। নিজের বেটি বলে বলছি না – শুধু লেখাপড়া ভালো তো নয়, কাজেকর্মেও দারুণ। চৌকশ। রাজি হয়ে দেখুন, লক্ষ্মী যাবে ঘরে।

সদানন্দ কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। এতদূর সাহস এদের? এমন জানলে কক্ষনো মেয়েটাকে পড়াতে রাজি হত না। কী এমন ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে? দরজা জানলা হাট করে খুলে রেখে, মাসদেড়েকও হবে না বোধহয়, সবে কতগুলো দিন লেখাপড়াটা একটু দেখিয়ে দিয়েছে ফুলিকে। তো ব্যস, একেবারে ফাঁদ! এমন একটা অবাস্তব এবং অবান্তর কথা বলার স্পর্ধা লোকটার হল কী করে?

সদানন্দ শিক্ষিত, ভদ্র, সচেতন এবং মার্জিত। গলা তুলে লোক জড়ো করার তো মানে হয় না। সংযত গলায় বলল, এমন অদ্ভুত কথা মনে এনো না। মেয়েটা জানলে কী হবে বলো তো?

– ফুলি আপত্তি করবে না মাস্টার। মাস্টারমশাই থেকে মাস্টার-এ নেমে এসেছে। এবার সম্ভাব্য সম্পর্কের দাবিতে নাম ধরেই সম্বোধন করবে নাকি! সদানন্দর মাথার ভিতর যেন নাগরদোলার চড়কি-পাক চলছে। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়বে না তো?

নিজের পদমর্যাদা এবং সামাজিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সদানন্দ বলল, না বেণু, তোমরা ভুল করছ। ফুলি রাজি হবে না। হতে পারে না। তুমি ওকে আমার সামনে হাজির করতে পারবে?

বেণুর গলায় আত্মবিশ্বাস, কেন আনতে পারব না বেটিকে? ভালো ঘর পাবে, ভালো বর পাবে। রাজি হবে না মানে? ওর বাপ রাজি হবে। যদি বলেন, আজই ছুঁড়িকে ডেকে আনতে পারি এখানে। আর যদি পাকা কথা বলতে চান, আমাদের বাড়িতেও যেতে পারেন। ফুলির মা বলছিল, দুপুরে আজ আমাদের ওখানেই চাট্টি ...

বেণুকে থামিয়ে দিয়ে সদানন্দ বলল, বাজে কথা বন্ধ করে মেয়েটাকে নিয়ে এস। দল পাকিয়ে আসবার দরকার নেই। আমার সামনে ফুলি কী বলে, সেটা শুনতে চাই। ঠিক আছে? এখন তুমি এস।

বেণুর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল সদানন্দ। কী কেলেঙ্কারি, ছিঃ ছিঃ। কোনও ঘটনাই ঘটল না, শুধু কয়েকটা সপ্তাহ একটা মেয়ের বয়সি ছাত্রীকে বিনে পয়সায় পড়াশোনা দেখিয়ে দেবার দায়ে এমন একটা আজগুবি প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়ে যাবে স্বয়ং মেয়ের বাবা! আজব জায়গা। এ'রকম একটা প্ল্যান মাথায় রেখেই কি বেণু তাকে পড়ানোর অনুরোধটা করেছিল? ফাঁদে ফেলবার ষড়যন্ত্র! এখন যদি ওই মেয়েটা নিজে এসে সোনালি ভবিষ্যতের লোভে উল্টোপাল্টা কিছু বলে? ষড়যন্ত্রের শিকড়টা কত গভীরে, সদানন্দ আন্দাজ করতে পারছে না।

সদানন্দ তো ফাঁদে পা দেয়নি। দরজা জানলা রোজ হাট করে খুলে রাখত পড়ানোর সময়। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যেও পিঠে বা মাথায় হাত ছোঁয়ায়নি কখনও। লেখাপড়ার বাইরে কোনও প্রসঙ্গে যায়নি। আর হাসিঠাট্টার তো প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটিও ছিল খুব সিরিয়াস ধরনের। কোনও বাচালতা, কোনও অশালীনতা চোখে পড়েনি সদানন্দর। কিশোরী মেয়েটির মনে এমন একটা অসম সম্পর্কের কথা উঁকি দেওয়াই অসম্ভব।

এখন কী করবে সদানন্দ? যদি মেয়েটা এসে বলে, সত্যি স্যারকে ও ভালোটালো বাসে! কিংবা বানিয়ে কোনও নিষিদ্ধ ঘটনার বিবরণ দেয়! সদানন্দ যাবে কোথায়? মেয়েটাকে যদি ওর বাবা-মা শিখিয়েপড়িয়ে নিয়ে এসে তার সামনে হাজির করে? কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত। সদানন্দ সামলাবে কী করে?

চৌকিতে চিত হয়ে শুয়ে কপালের উপর হাত রেখে সদানন্দ এইসব আবোলতাবোল ভাবছিল। বেণুর অনুরোধে রাজি হয়ে এ কোন জটিলতা ডেকে আনল নিজেই? ফকির আগের দিন বিকেলে এই ব্যাপারটারই যে ইঙ্গিত দিয়েছিল, কোনও সন্দেহ নেই। অর্থাৎ কথাটা নিয়ে গ্রামে কানাঘুষো হয়েছে। যদি স্কুল পর্যন্তও রটনাটা পৌঁছে যায় সদানন্দ সহকর্মীদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?

কতক্ষণ এভাবে হতভম্বের মতো বিছানায় চোখ বুজে সদানন্দ পড়েছিল, মনে করতে পারে না। দরজায় হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলে দেখল দেখল, ফুলি। পিছনে তার বাবা। আরও পিছনে এক মহিলা, সম্ভবত বেণুর বউ।

ফুলির দিকে সোজা চোখে তাকাল সদানন্দ। মেয়েটার চোখমুখ লাল। মনে হয় খুব কেঁদেছে। কেন? স্বাভাবিকতার চিহ্ন নেই মুখে। সেটা এমন নাটকীয় মুহূর্তে সম্ভব নয়। সদানন্দর মেজাজ চড়ে আছে সপ্তমে।

সে সরাসরি বেণুকে জিজ্ঞেস করল, কী বলছে তোমার মেয়ে?

ফুলির মা 'হতচ্ছাড়ি' বলে কী যেন একটা সংলাপ শুরু করতে চাইছিল মেয়েকে দেখিয়ে, সদানন্দ হাত তুলে থামাল, ও কী বলছে জানতে চাই। তোমরা কথা বোলো না।

ফুলি ঘরের মধ্যে পা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, কাল সন্ধে থেকে স্যার মা জবরদস্তি করছে। রাত্রে বাবা-ও দোকান থেকে ফিরে বলছে, তোকে রাজি হতেই হবে। এটা কী করে সম্ভব স্যার, বলুন। আপনি আমার মাস্টারমশাই, বাবার মতো। এমন কথা আমি ভাবতে পারি, ছিঃ!

বেণু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বউ টগর চেঁচিয়ে উঠল, ছুঁড়ি নিজের ভালোমন্দ, ভবিষ্যৎ কিচ্ছু ...

সদানন্দ আবার তাকে থামিয়ে দিল, না। তোমাদের কোনও কথা শুনব না। আমার সব বোঝা হয়ে গিয়েছে। মেয়েটাকে এমন একটা চাপ দিচ্ছিলে কী করে? বাচ্চা মেয়ে, ওর একটা স্বপ্ন আছে না? লেখাপড়ায় ভালো... একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

বেণু এবার মুখ খুলল, আপনি ওকে ঠাঁই দিলে পড়াটা কি ওর হত না? আরও ভালো হত। দাঁড়াতে পারত জীবনে।

সদানন্দ ধমক দিয়ে ওঠে, বাজে কথা বোলো না বেণু। যা বোঝার আমার হয়ে গিয়েছে। ছিঃ ছিঃ, তোমরা এতটা নীচে নামতে পার?

ফুলি চোখ মুছে এবার স্পষ্ট গলায় বলে, স্যার, আসলে আমি একজনকে ভালোবাসি। মা-বাবা সেটা মেনে নিতে না পেরে ...

সদানন্দ চমকে ওঠে, অ্যাঁ! তুমি? এই বয়েসে?

– হ্যাঁ স্যার। কী করব। হয়ে গিয়েছে।

– কে সে? কোথাকার? কৌতূহল তীব্র হয় সদানন্দর।

– ভাটুদা। চেনেন?

টগর মুখঝামটা দিয়ে ওঠে, ওই গুণ্ডাটার সঙ্গে আমি কিছুতেই ...

– গুণ্ডা নয় মা। ফুলি কথার মাঝেই প্রতিবাদ করে ওঠে, ভাটুদা এখন ভালো হয়ে গিয়েছে। রেশমের কুঠিতে কাজ করে। আমার কথা শুনে ফের লেখাপড়া করছে। ও পাশ না করে বেরোলে ...

বেণু গলা তোলে, জেলে গিয়েছিল স্যার, জানেন?